ডিফাইন:ফ্রেন্ডশিপ

মাহবুব আশরাফী

Contract : ashrafi.mahbub@gmail.com
: definefriendship@groups.facebook.com

Facebook fan page:
http://www.facebook.com/define.friendship
Facebook Group:
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_171701049554650

গল্প/উপন্যাসটি লিখার পেছনে যাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ

আব্দুল্লাহ আল আরিফ

আরাফাত রহমান আরাফ

রুবায়েত মেহেদি অনিক

ত্রিশিতা নৌরজ ফারহান

মাকসুদুর রহমান জন

সৈয়দ এম. আকাশ

তাশরিফ উল আমিন

আশরাফুল আলম বাপ্পি

রিহান হাসিম খান

শিপ্রা দাশ তিথি

প্রেক্ষাপট

একটা ছোট্ট গল্প লিখেছিলাম, অদ্ভুত একটি ছেলে আর ইউনিভার্সিটির কিছু ছেলে মেয়েদের জীবন কে কেন্দ্র করে। উদ্দেশ্য ছিল এই গল্পটা নিয়ে ফ্রেন্ড রা মিলে একটি সর্ট ফিল্ম বানানোর। নিছক ই সখের বসে। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারনে আর বানানো যায় নি । কিন্তু এখনো আসা হারাই নি। কিন্তু যেহেতু এখন আর সর্ট ফিল্ম টি বানানো হচ্ছে না তাই ছোট্ট ঐ গল্পটাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখছি । উপন্যাস বা গল্প যাই বলেন এটা আমার প্রথম লিখা কোনো গল্প অনেক ভুল আছে জানি, হয়তো মোটেও ভাল লাগবে না কয়েকটা পাতা ঝটপট পড়ে ফেলুন ভাল না লাগলে লেখক কে আপনার ব্যান্ডউইথ নষ্ট করানোর জন্যে ক্ষমা করে দিন। আর এতটুকু যোদি ভাল লাগে আমার কষ্ট সার্থক। আপনার ফিডব্যাক ই আমাকে নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে পরবর্তীতে আর লিখব নাকি লিখব না।

গল্প বা উপন্যাসটির মানুষ গুলো ইউনিভার্সিটির কিছু ছেলে মেয়েকে নিয়ে । তবে গল্পের ঘটনা গুলো সম্পূর্ণ লেখকের কল্পনার জগত এর ফসল। গল্পের চরিত্র গুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে রিয়াল লাইফ থেকেই নেয়া। নাম গুলো হয়তো কোথাও কোথাও পাল্টানো হয়েছে , সকলের প্রাইভেসির দিকে খেয়াল রেখে এই কাজ টি করা হয়েছে চরিত্র গুলো সবগুলোই আমার বন্ধুবান্ধব সুতরাং তাদের পূর্ব অনুমতি ও নেওয়া হয়েছে। সব চারিত্রকেই কল্পনার রঙ্গে রাঙ্গানো হয়েছে। বলা যেতে পারে রিয়াল চরিত্র গুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলোর ছাড়া অবলম্বন করা হয়েছে এখানে।

উৎসর্গ

সেই সকল মেধাবী লেখকদের, যাদের লেখা হয়তো কোনো দিনও প্রকাশনার মুখ দেখবে না।

১

রাত ১২.০১ চোখ মেলে ছেলেটি দেখল ওর ল্যাপটপ চলছে। ঘড়ির alarm এ ঘুম টা ভেঙ্গে গেল। প্রচন্ড খুদায় পেট এর নাড়ী ভুরি হজম হয়ে যাওয়ার উপায় হল, তবু খুবই ধীরে সুস্তে ফ্রেশ হয়ে নিল । ফ্রিজ থেকে কিছু জুস আর ব্রেড বের করে আবার নিজের রুমে ঢুকে গেল। Facebook এ অনেক গুলো নোটিফিকেশন জমা পড়েছে ভাবতে ভাবতে লগ ইন করে দেখল কোনও নোটিফিকেশন ই নেই। একটু খানি হাসল। আজকাল সব কিছুই এমন হচ্ছে । যা ভাবছে তারই উল্টা হচ্ছে । কি করা যায় ভাবতে ভাবতে একবার ভাবল কাল এর এক্সাম এর একটু প্রিপারেশন নেয়া যাক,

- নাহ এখন সময় না ।

ও কিছুটা এমন অনুভূতিহীন বলা চলে। যেন কোনও কিছুতেই কিছু যায় আসে না। কখন যে কি করে তা সম্পূর্ণ খামখেয়ালিতে ভরা ওর জীবনটি এই ভাবেই নিয়েছে ও । জীবন যেভাবে যাবে যাক । পথ যেদিক নিয়ে যাবে ও যেতে চায় সেই পথেই।

জুস খেতে খেতে খুবই low volume এ একটা গান ছাড়ল । গানের লাইন গুলো অদ্ভুত সুন্দর।

How you gonna love
How you gonna feel
How you gonna live your life like the dream you have is real
And if you lost your way
I will keep you safe
We'll open up all the world inside
I see it come alive tonight
I will keep you safe

মৃদু স্মরে গান শুনছিল ছেলেটি আর ব্লগ পড়ছিল। হঠাৎ ইয়াহু তে আনিকা নক করল। আনিকা হচ্ছে ওর ইউনিভার্সিটির একটি মেয়ে। ছেলেটিকে আনিকা কখনো দেখেনি। অথচ ছেলেটি কি না জানে মেয়েটার সম্পর্কে? মেয়েটি কোথায় থাকে, ফ্যামিলি, ওর ফ্রেন্ড সার্কেল বলতে গেলে মেয়েটি সম্পর্কে এমন কিছু নাই যে ছেলেটি জানে না। ব্যাপার টা এমন না যে ও একটা মেয়ে দেখে ছেলেটি ওর উপর পারসোনাল ইন্টারেস্ট দেখিয়ে কাজ গুলো করেছে। ছেলেটির স্বভাব ই এমন । মানুষ সম্পর্কে ওর কিউরিসিটি অনেক। মানুষের সাইকোলজি নিয়ে ওর অনেক আগ্রহ। জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে ও ওর পারিপার্শ্বিক মানুষ গুলো কে নিয়ে চিন্তা করে। ওদের মানুষিকতা জানতে চায়। আর সেই সাথে তো আছেই কম্পিউটার এর বিশাল দক্ষতা। ওর কম্পিউটার দক্ষতা এত যে কল্পনাতীত।

২

Watchtower. ভার্চুয়াল জগতে ছেলেটি এই নাম এই পরিচিত । তার ডেইলি রুটিন বলতে একটাই আছে। সে রাত ১০ টায় ঘুমায় আর ১২.০১ এ উঠে যায় মোট ২ ঘণ্টা ৬০ সেকেন্ড ওর ২৪ ঘণ্টায় ঘুমের পরিমান। আর বাদ বাকি টা সময় ওর সকল ইন্টারেস্ট কম্পিউটার নিয়ে । ওর জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত আবর্তিত হয় কম্পিউটার কে ঘিরে।

Anika: hii
Watchtower: hi there...
Anika: kemon acho?
Anika: helloo
Anika: any body home?

আনিকা কে watchtower, completely ইগনোর করে গেল । ওর মন মানুষিকতার কোনও ঠিক নেই। নিজেকে তেমন এক্সপ্রেস করতে পছন্দ করে না। আনিকা আরও কয়েকবার হাই হ্যালো এটা সেটা বলে সাইন আউট হয়ে গেল।

দুপুর ১২:৩০ ভার্সিটির রিসার্চ বিল্ডিং এর সামনের সিঁড়িটাতে ল্যাপটপ নিয়ে বসে ছিল watchtower, একটা সফটওয়্যার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চলছিল । আবার সেই আনিকা।

Anika: oi tomar problem ki??? Eto vab dekhaw knock dilam rate ekta ans daw nai
Watchtower: I was busy...
Anika: ohh! Amake bollei hoto... disturb kortam na....
Watchtower: yah rit...
Anika: tor matha... Idiot...
Watchtower: well how is it???
Anika: How is what??
Watchtower: u know... Three Idiot, that u watched last night...
Anika: what the .... How do u know??
Watchtower: u know I have a special.... Forget it ... it's a simple hunch...
Anika: no its... not... I mean tumi age o emon kotha bolso... who are u? I mean really tumi ei shob jano kivabe??? Tomi ki amader ashe pashe thako??? What is this how is it possible... ami to kawke bolini ami kal three idiot deksi....

Watchtower ভাবল মেয়েটাকে এমনি অনেক অবাক করা হয়েছে কাউকে বেশি surprise করা ঠিক না । Watchtower সাইন আউট হয়ে গেল। আর আনিকা??? মেয়েটা অবাক দৃষ্টিতে তার মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকল। কিভাবে করে এই কাজ গুলো ছেলেটা???

৩

কি করা যায় ভাবতে ভাবতে অনেক গুলো ইন্টারেস্টিং কাজ পেয়ে গেল Watchtower . অনেক কিছুই করা যায় । ওর আসে পাশে অনেক স্টুডেন্ট, এক এক জন এক এক কাজ করছে। যেদিকেই তাকাচ্ছে Watchtower দেখতে পাচ্ছে প্রাণের ছোঁয়া মনটা ভাল হয়ে গেল Watchtower এর । ও সব সময় ল্যাপটপ এর দিকে এত মনোযোগ দিয়ে কাজ করে আসে পাশের পৃথিবী টা ওর অনেক দুরে চলে যায় । কিন্তু ও যেই পৃথিবীর বাসিন্দা সেই পৃথিবী টা ও অনেক সুন্দর অনেক বেশি স্বাধীন। যেমন ও চাইলেই এখন ওর আসে পাশের সব গুলো ছেলে পুলের মোবাইল নম্বর বের করে ফেলতে পারে। ও চাইলেই সবাইকে এক যোগে ম্যাসেজ পাঠিয়ে দিতে পারে। কে কাকে কখন কল করেছে কি কথা বলেছে কি ম্যাসেজ পাঠিয়ে এই সব Watchtower নিত্য নৈমেত্যিক কাজের মতই সহজ হয়ে গেছে। ঐ যে বল্লাম না ওর পৃথিবীতে ও রাজা ওর পৃথিবী ওর হাতের মুঠোয়। আর এর জন্য ওকে অনেক ত্যাগ শিকার করতে হয়েছে অনেক। সেই ক্লাস থ্রি থেকে শুরু হয়েছিল কম্পিউটারে হাতে খড়ি, কয়েক মাস পড়ই ইন্টারনেট। তার পর ই শুরু একটার পর একটা নেশা কে বাস্তবায়ন করা। আজকের এই Watchtower গত ১২ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ত্যাগ এর ফসল। আর কিছু কিছু মানুষ জন্মেই বিশেষ কিছু জ্ঞান নিয়ে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে Watchtower এর সব কিছু ঘিরেই আছে শূন্য আর এক বাইনারি সংখ্যার খেলা। Watchtower ভাবল Anika কি করছে ? অল্প কিছু ক্লিকেই বের করে ফেল্ল। আনিকা ল্যাব এর যে কম্পিউটারে ওর আইডি দিয়ে প্রবেশ করেছে সেই পিসিটা বের করে ফেল্ল। এর জন্য অবশ্য Watchtower ল্যাবে যেতে হল। ল্যাব এর ল্যান এর সাথে ওর ব্যাগ থেকে বের করা হাব টা দিয়ে কানেক্ট করে কাজটা সেরে ফেলা খুব কঠিন কিছু না। আর অল্প কয়েক দিন এর মাঝে ব্যাপার টা আরও ইজি করে ফেলবে Watchtower , ভেবে মনে মনে হাসল। আনিকা এখনো ebuddy তে বসে আছে মাঝে মধ্যে একটা দুটা কথা লিখছে আরিফ নামের একটা ছেলের সাথে । টুক টাক কথা হচ্ছে । মাঝে আবার কিছু এসাইনম্যান্ট এর কাজ ও করছে। এসাইনমেন্টা ও মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। মেয়েটা কাজটা পারছে না ঠিক ঠাক। আরিফ ছেলেটা সম্ভবত ভালই, আনিকা কে কিছু লিংক দিয়ে হেল্প করল। আরিফ এর সাথে দেখা করবে বলে ঠিক করল ওরা দুজন ভার্সিটির ক্যাফেটেরিয়া তে। কাল সকাল ১০.২০ এ । ওরা একই গ্রুপের মেম্বার। মার্কেটিং এর একটা এসাইনমেন্ট করছে। মে বি এটা নিয়েই কথা বলতে বসবে গ্রুপের সবাই মিলে।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির এই ব্যাপার গুলোই সবচেয়ে মজার। নতুন নতুন ফ্রেন্ড হয় প্রতি সেমিস্টারে। আবার প্রতি কোর্স এই গ্রুপ করে এসাইনমেন্ট করা হয়। গ্রুপের সবাই এক সাথে অনেক মজাও করে পড়া লেখা ও হয়। অসাধারন। কিন্তু আর অনেক কিছুর মতই Watchtower ও এই জিনিস টা মিস করে কাড়ন বেশির ভাগ সময় ই Watchtower একা একা এসাইনমেন্ট করে। যে কোর্স এ গ্রুপ করা বাধ্যতা মূলক সে গ্রুপ গুলোয় ও একাই কাজ করে ।

৪

পর দিন সকাল ১০ টা। আরিফ এসে বসে আছে ক্যাফেটেরিয়া তে। আনিকা এখনও আসে নাই। watchtower এক পাশে বসে ল্যাপি তে কাজ করছে আর কফি খাচ্ছে। ১০ তলার এই ক্যাফেটেরিয়ার কফিটাই বোধয় এই এলাকায় সবচেয়ে ভাল। হাসান ভাই (ক্যাফেটেরিয়ার কর্মচারী) টুকটাক গল্প করছে। অন্যদিকে ক্যাফেটেরিয়াতে ও আর আরিফ বাদে কেউ নাই। ব্যাপারটা একটু রিস্কি হয়ে গেল। ও চায় না আনিকা ওর আসল পরিচয় কখনো জানুক। কিছুক্ষণের মাঝেই হই হুল্লর করে কিছু ছেলে মেয়ে ঢুকল। দুইটা গ্রুপ এর মাঝে আনিকা ও আছে। আজকে আনিকা একটা লাল ড্রেস পড়েছে। আনিকার সাথে আরেকটা মেয়ে আছে । মেয়েটার নাম শমী। আনিকার অনেক ভাল ফ্রেন্ড বলা যায়।

Anika: কিরে কখন আসলি?

আরিফ: আসলাম কিছুক্ষণ হল।

আনিকা: কিরে বল কি খাবি?

আরিফ: তোরা কি খাবি বল। আমি খাওয়াই।

আনিকা: কি? নাআআআআআ আমি সবাইকে খাওয়াই । কেউ আমাকে খাওয়াতে চাইলে মেজাজ গরম হয় । বল কি খাবি।

আরিফ: দেখ তরা কি খাবি।

শমী: আমি বার্গার।

আরিফ আর আনিকা ফেক করে হেসে দিল। শমী একটু এমন ই। শমী বার্গার আর আনিকা আর আরিফ নিলো নুডলস্ । খাওয়ার ফাকে ফাকে কথা বলছে এরা । এসাইনমেন্ট করতে এসে কত কথা বলছে তাই ভাবল watchtower ওদের কথা বেশি একটা শোনা যাচ্ছে না। watchtower একটা স্পেশাল গুন আছে । ও লিপ রিডিং করতে পারে। ইউটিউব এ কিছু লেসন আছে লিপ রিডিং এর । সেগুলা দেখে আর ভলিউম অফ করে মুভি দেখে জিনিস টা ও মোটামুটি রপ্ত করেছে watchtower।

আনিকার মোবাইলে এক্সেস করা দরকার। জিনিসটা জরুরী হয়ে গেছে । কাড়ন আরিফ এর চেহারায় পরিষ্কার watchtower দেখতে পারছে আনিকার প্রতি দুর্বলতা। আরিফ ছেলেটা মোটামুটি হাবুডুবু খাচ্ছে আনিকার প্রমে। বেচারা!

হঠাৎ নতুন একটা ক্যারেক্টার এর আগমন ঘটল ক্যাফেটেরিয়া তে। ছেলেটার নাম জানে না watchtower. এতক্ষণে একটু হতাশ লাগল Watchtower এর সব কিছু ঠিক ঠাকই ছিল। কিন্তু এই ক্যারেক্টার টা একটু আজব। এসেই বেচারা আরিফ এর নুডলস খাওয়া শুরু। আনিকা আর শমী হাসা শুরু করল।

অনিক খেতে খেতে : আমাদের আনিকা আফা তো প্রেমে পড়সে।

অনিক: আমি তোর কাজিন আর তুই আমারে বল্লি না। ঠিকই তো ধরা খাইলি। তোর ছোটো বোন বলে দিয়েছে আমারে তুই নাকি কার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিস? কি জানি নাম। ওও নাম জানেন না... দেখেন ও নাই... আহা আহা... আমি নির্বাক...
আনিকা: দেখ অনিক বাঁদরামি করবি না। দে দে ওর নুডলস ওরে দে।
অনিক: আরে বা এখন নুডলস্ এর উপর হামলা? তিন দিন খাই নাই বাপু দে দে।
শমী: কিরে সত্যি নাকি? তুই হাবু ডুবু?
ঐ দিকে আরিফ ছেলেটার মুখে কাল ছায়া পড়ে গেছে দেখেই বুঝা গেল। ছেলেটার চেহারায় এখন রাজ্যের চিন্তা, এতক্ষণ watchtower শিওর ছিল না। এখন শিওর ছেলেটা আসলেই পছন্দ করে আনিকা কে।

শমী: কিরে কি হল? বলবি না ছেলেটা নাম কি।
আনিকা: আরে বাবা আমি হাবু ডুবু না। ছেলেটার সাথে খালি পরিচয় হইসে। পরিচয় ও বলা যায় না। চ্যাটাং হইসে। নাম ও জানি না।

মানে এক যোগে চিৎকার করে উঠল অনিক আর শমী। আরিফ উঠে গেল বলল আমি একটু ওয়াশ রুম এ যাই। বিধ্বস্ত অবস্থা টা আরিফ এর চোখে মুখে ক্রমশই ফুটে উঠছে।

watchtower একটা সফটওয়্যার ওপেন করল। আনিকা নাম্বার টা দিয়ে একটা ম্যাসেজ পাঠাল watchtower একটা ব্ল্যঙ্ক ম্যাসেজ। কিন্তু ম্যাসেজ টার ভেতর লুকিয়ে আছে একটা বিশেষ কোড। যখনই আনিকা খুলবে ম্যাসেজ টা । ওর মোবাইলে ও watchtower কে এক্সেস দিয়ে দিবে। ব্যাপার টা অনেকটা এমন।

মেসেজ টায় একটা কোড লিখা আছে। কোড টা আনিকা এর মোবাইলে ভাইরাস এর মত কাজ করবে। ওর মোবাইলের সব ডেটা watchtower এর ল্যাপিতে ডাউনলোড হয়ে যাবে। যেহেতু জিনিস টা মোবাইল টাইম ও লাগবে কম। ম্যাসেজটা পাঠাল watchtower । এবং ব্যাপার টা ও ঘটল তাই। ওর মোবাইল এর সব ডেটা এখন watchtower এর স্ক্রিনে।

অন্যদিকে । এই দেখ তো unknown sender লিখা আবার ব্ল্যাংক ম্যাসেজ পাঠাল কে? কি এটা? আরে কিছু না। এই অপারেটর যা শুরু করেছে আর বলিস না। দুই মিনিট পর পর এটা কিনেন সেইটা কিনেন। পাত্র খুঁজেন পাত্রী খুজেন। ডিসগাসটিং অবস্থা। আমি কমপ্লেইন করসি। ওরা বলেছে ব্যাপার টা দেখবে। কতদূর দেখে কে জানে। বলল শমী।

আরিফ এর নাম্বার টা নিলো watchtower, ওর নাম্বার টা টেপ করা দরকার। ছেলেটার মানুষিক অবস্থা ভাল না। অথচ এর জন্যে দায়ী watchtower নিজে।
কিছু দিন কথা বলেছে ও মেয়েটার সাথে। এমন হবে বুঝে নাই।

৫

রাত ১ টা, পুরো ৩ ঘণ্টা আরিফ ছেলেটাকে নিয়ে মোটা মোটি রিসার্চ করল watchtower. ফলাফল এ ও সন্তুস্ট। এবং আরিফ যে মেয়েটাকে ভালবাসে তা নিয়েও watchtower নিশ্চিত । প্রতিটা মোবাইল আপারেটার তাদের সার্ভারে কল রেকর্ড করা থাকে। BTRC যখনই চায় আইন শৃঙ্খলার প্রয়োজনে মোবাইল অপারেটর দের তা দিতে হয়। সেখান থেকেই কয়েক দিনের কল কনভার্সেশন শুনেছে watchtower

watchtower এর ৩ নাম্বার পিসিতে একটা পটেনশিয়াল সিচুয়েশন এর এলার্ট আসল। রিভলভিং চেয়ার টা দিয়ে হেঁচড়ে তিন নং পিসিতে চলে গেল watchtower. এলার্ট টা তে যা দেখাচ্ছে তার সার মর্ম হল অনিক, আরিফ কে কল দিয়েছে , আরিফ এর লোকেশন মহাখালীর ওভার ব্রিজ এর উপর আর অনিক ওর বাসায়। ওদের কল কনভারসেশন এ ইন্টারসেপ্ট করল watchtower.

অনিক: ..... মানে কি এগুলার? তুই ফাজলামি পাইসিস। তুই যে ভালবাসিস বলতে পারিস না, আর এখন এত রাইতে ওভার ব্রিজ এর উপর বসে থাকো না? ভাব ধর না? এখুনি বাসায় যা।

আরিফ: মোবাইল রেখে দিল।

ব্যাপার টা একটু কেমন যেন হয়ে গেল। অনিক ছেলেটা ও বুঝে গেছে আরিফ আনিকা কে পছন্দ করে। watchtower একটু হাসল । ভালই হল হয়তো। এখন আনিকা জানলে আবার কি হয় কে জানে। মেয়েদের মন বোঝা খুবই কঠিন খুবই। এর চেয়ে আমার ম্যাশিন ল্যাংগুয়েজ বোঝা অনেক সহজ। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল watchtower. রাত ১.৩০ এর দিকে যা ও কখনোই করে না। নিয়ম ভাঙ্গে না ও । কখনোই না। লাইফ এ ওর মাত্র কয়েকটা রুল । রুল মানে রুল সেগুলা ও ভাঙ্গে না। রুল মানা কষ্টের বলে ওর লাইফে রুল কম আর ও রুল ভাংল। রুল ভাঙ্গা কখনো ই ভাল কিছু বয়ে আনে না আজ ও আনবে না। ঘুম যখন ভাঙল তখন ও এতটাই কনফিডেন্ট ছিল ব্যাপার টা নিয়ে।

৩ টার দিকে ঘুম ভাঙল watchtower এর। ঘুম ভাঙ্গার পর যেয়ে হাত মুখ ধুয়ে এল। ৩ নাম্বার পিসিতে আরিফ এর লোকেশন দেখে ওর বুকে ঢক করে উঠল। ছেলেটা রেল লাইন ধরে হাটছে। মালিবাগ এর কাছা কাছি চলে এসেছে। মারাত্মক একটা কিছু করে বসতে পারে । ব্যাপার টা out of control হয়ে যাচ্ছে। মানুষের সাইকোলজি নিয়ে watchtower এর অনেক আগ্রহ। কিন্তু আরিফ এমন একটা স্টেজে আছে এখানে আগ্রহ এর তেমন কোনো চান্স নাই। যে কোনো সময় ছেলেটা একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। অথচ এর জন্যে watchtower অনেকটা দায়ি।

আরিফ কে একটা কল দিল watchtower, ওর voice এর আউটপুট চেঞ্জ করে নিল। ও চায় না কেউ ওকে আইডেনটিফাইড করুক।

হ্যালো আপর প্রান্ত থেকে আরিফ সারা দিল আরিফ।
Watchtower: ঐ আরিফ তুই তোর বালিশের নিচে চেক করে দেখেছিস?
আরিফ: মানে? বালিশের নিচে কি চেক করে দেখব? আপনি কে বলছিলেন?
Watchtower: দেখ দেখ সারপ্রাইইইইজ!!!!

ফোন রেখে দিল watchtower, আজ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। একের পর এক নিয়ম ভাঙ্গছে ও। ওর রুমের সিঙ্গেল বেডে শরীর এলিয়ে দিল। একটু মুচকি হাসল মানুষের সাইকোলজি সত্যি অদ্ভুত এক মুহূর্তে তোমার জীবনের কোনো মূল্য নেই , ছোট্ট একটা ঘটনা সব পাল্টে দিতে পারে। হয়তো জীবনে কাউকে ছাড়া আপনার চলে না। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে কিন্তু আপনি ঠিকই মানিয়ে নিবেন। হয়ত আরিফ ভাবছিল এই জীবনের মানে কি? বেচে থেকে লাভ কি? কিন্তু ঐযে বল্লাম ছোট্ট ঘটনা সব পাল্টে দিতে পারে ছোট্ট একটা ফোন কল ওর মনে অদম্য আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে এ হচ্ছে বেচে থাকার আগ্রহ, ওর বালিশের নিচে কি আছে তা জানবার আগ্রহ। এই টুকুই যথেষ্ট, এই টুকু আগ্রহই ওকে আজ বাসায় নিয়ে যাবে। অজানাকে জানার ইচ্ছা বড়ই অদ্ভুত।

৬

পুরো সকাল টা ঘুমাল watchtower ১২ টার দিকে উঠল। রেডি হয়ে বাইরে বের হল। আজ ভার্সিটি নেই। কিছু জিনিস গোছ গাছ করে। বেরিয়ে পড়ল। watchtower কোনো উদ্দেশ্য নাই। যেদিকে মন চায় যাবে । কানে ইয়ার ফোন লাগাল। গান শুনতে হবে। গান শোনার মাত্রা ইদানীং কমে গেছে । এটা নিয়ে কিছুটা হতাশ ই বলা চল।

আজকে দিনটা সুন্দর। বেশির ভাগ মানুষ ই অবশ্য এমন দিন পছন্দ করে না। বাইরে কন কনে ঠান্ডা । মানুষের পরিমাণ ও কম। বেশি ঠান্ডা পড়লে মানুষ বোধয় বের ও হয় কম। হাটতে হাটতে কয়েক মিনিটেই প্রেস ক্লাব এসে পড়ল। একটা ঝাঁঝালো গান চলছে watchtower ওয়াক ম্যান এ । ব্যাপার টা আসলে খুবই ভাল। এই ঠাণ্ডায় ঝাঁজালো গান ভালই লাগার কথা। আচ্ছা এমন একটা ওয়াক ম্যান বানানো গেলে কেমন হতো কোন গানটা লিসেনার পছন্দ করছে তা বুঝবে। যে গানটা ভাল লাগবেনা তা সাথে সাথে চেঞ্জ করে দিবে। ব্যাপার টা কোনো কঠিন কিছু না। এত দিনে সম্ভবত এপল কোম্পানি বের ও করে ফেলত, কিন্তু কেন করেনি তাই বিস্ময়। ব্যাপার টা অনেক ইজি আসলে মাথায় একটা ডিভাইস লাগেতে হবে। ডিভাইস ইয়ার ফোন এ ও জুড়ে দেয়া যায় । ইয়ার ফোন ব্রেইন এক্টিভিটি অলওয়েজ দেখবে । মানুষের যখন কোনো গান খারাপ লাগে মস্তিষ্কের এক্টিভিটি এক রকম হয়। আর যখন মানুষের যখন সেটা খারাপ লাগে তখন হয় আরেক রকম। এই জিনিস টা ওয়াক-ম্যান এর ফার্মওয়্যার এ দিয়ে দেয়া গেলেই ল্যাটা চুকে গেল। অবশ্য সব মানুষের মস্তিষ্ক যে একই ভাবে রেসপন্ড করবে তা ও না। এর জন্যে ও সমাধান আছে। যার ওয়াক-ম্যান সে প্রথম কয়েক ঘণ্টা ওয়্যাকম্যানটা কে ট্রেইন করে নিলেই হয়।
ব্যাপার টা এমন। একটা গান প্লে হবে। কিছুক্ষণ প্লে হওয়ার পর ওয়াক-ম্যান গান স্টপ করে জিজ্ঞেস করবে গান টা রেটিং দাও ধরলাম আমি এখন যেটা শুনছি সেটার রেটিং দিলাম ৫ এ ৪.৭০ তখন ওয়াক-ম্যান টা এখন কয়টা বাজে আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন এখন কতটুকু

ঠান্ডা পড়েয়ে, আমার আসা পাশে নয়েজ কেমন। ইত্যাদি ইত্যাদি স্ক্যান করে তার ডেটাবেস এ রেখে দিবে । আবার যেদিন এমন ঠিক এমন বা তার কাছা কাছি পরিবেশ আসবে। তখন এই গান টা প্লে করে দিলেই হত। খুবই সিম্পল। অবশ্য বিড়ম্বনা ও হতে পারে। ঐ যে বল্লাম না মানুষের মন খুবই অদ্ভুত। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে Watchtower কখন যে কমলাপুর রেল স্টেশনের কাছে এসে পড়েছে তার খেয়াল করে নাই। রেল ষ্টেশন watchtower কে সব সময় টানে খুব টানে। কত মানুষ এক এক জন এক এক যায়গায় যাচ্ছে এক এক জনের এক এক গন্তব্য। সত্যি অদ্ভুত যায়গা। মোবাইলটা বের করে ২ টার কোথায় কোন ট্রেন যাবে দেখতে দেখতে কমলাপুর ষ্টেশনে পৌঁছে গেল। ১৫টাকা দিয়ে Nescafe নীল একটা পাশে একটা বই এর দোকান। শেষ কবে যে ও কাগজি বই পড়েছে ভাবতে ভাবতে খাই হারিয়ে ফেল্ল watchtower ঢাকা থেকে সিলেট যাবে একটা ট্রেন ২ টার দিকে। কফি টা খেয়ে দেখল টিকিট পাওয়া যায় কিনা একটা টিকিট ও পেয়ে গেল অবশ্যই জানালার পাশে। টিকিট কিনে দেখল বেশি সময় নেই হাতে। ট্রেন টা খুঁজে বের করা দরকার এই উইকেন্ড টা ভালই যাবে মনে হচ্ছে সিলেট? খারাপ হয় না।

৭

ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক করে ট্রেন চলছে। জানালার পাশে বসে আছে watchtower অদ্ভুত লাগছে আসে পাশের দৃশ্য। ও যেই কম্পার্টমেন্ট টা তে উঠেছে ওর সাথে আছে একটা ফ্যামিলি একটা ছোট্ট ছেলে আর মা বাবা। মা বাবার বয়স বেশি না। ছেলেটা বিভিন্ন প্রশ্ন করছে। বাবা ঐ টা কি মা এটা কেন হল। এখন আর গান শুনছে না watchtower কিন্তু ইয়ার ফোনটা কানে লাগানো। ঐ দিকে আবার আরিফ ছেলেটা কি করছে কে যানে। ওর ছোট্ট ল্যাপটপ টা বের করে । কোলের উপর নিল। মোবাইল দিয়েও কাজ টা করা যেত কিন্তু ল্যাপটপ টাই বের করল। ল্যাপটপ টা একেবারে নতুন এবং খুবই ছোটো । আইডিয়াটা পেয়েছে ওর এক ফ্রেন্ড এর কাছ থেকে। ছোটো ল্যাপটপ নাকি ভ্রমণের সময় অনেক কাজে দেয়। ছোটো ল্যাপটপে অনেক চার্য থাকে আবার ইচ্ছা মত মুভ করা যায়। ভারি হয় না। ওর ফ্রেন্ড জামালপুর যায় প্রতি সপ্তাহে । ৫ ঘন্টার মত জার্নি। ওর কাছ থেকে আইডিয়াটা চুরি করা বলা যায়।

ল্যাপিটাতে আরিফ এর লোকেশন দেখল watchtower আরিফ এখন বাসার আশে পাশেই আছে । যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আরেক জনের লোকেশন চেক করল watchtower ফেসবুক এ একটা স্ট্যাটাস দিল। দিয়ে ব্যাগে রেখে দিল ল্যাপিটা। একটু হেলান দিয়েই দেখে পাশের সিটে বসে আছে ছেলেটা। ওর দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে ওকে দেখছে।

Hey pal what's your name? ও সরি , ওওও সরি ফর সরি... তুমি এত ছোটো English বুঝবানা বুঝি নাই...

Kid: Noo its okk.. I know English... beside I know it better mommy and daddy told me to not talk in English

থতমত খেল watchtower সবাইকে সারপ্রাইজ করতে ও ভালবাসে কিন্তু নেই সারপ্রাইড হলে যে কেমন লাগে অনেক দিন পর টের পেল। আগেই বোঝা উচিত ছিল। উনারা বাইরে থাকেন । নাম কি তোমার? জিজ্ঞেস করল watchtower ছেলেটা উত্তর দিল আমি শান্ত, তুমি? Watchtower আনমনা হয়ে গেল? কোনো উত্তর দিল না।

এই বল না বল না তোমার নাম কি ? ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল
Watchtower এর এই দিকে কোনো খেয়াল ই নেই। মনের ভেতর অনেক কিছু এক সাথে এসে পড়ল।

দেখে ছেলেটার বাবা ছেলেটাকে বলল -উনাকে ডিস্টার্ব করোনা বাবা। ছেলেটা মুখ গোমরা করে চলে গেল। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে watchtower ধুধু প্রান্তর চার পাশে... আসতে আসতে বিকেল গড়িয়ে আসছে এই শীতের বিকেলে ডুবে যাচ্ছে সূর্যটা । পৃথিবীর বুকে আরো ঠান্ডা নেমে আসবে এখন। সাথে তেমন কিছু নিয়ে আসেনি watchtower যা শীত আটকাতে পারে। কপালে আজ কষ্টই আছে ওর । তবে ঐ দিকে ওর তেমন খেয়াল নেই। ওর সব মনোযোগ এখন ছবি তোলায়। মনোযোগ দিয়ে ছবি তুলছে ও। মনটাকে কাজে ব্যস্ত রাখতে চায়। ডুবে থাকতে চায় কাজে নাহলে কষ্ট গুলো মাথা চড়া দিয়ে উঠবে, ওর যান্ত্রিক হৃদয়ে কষ্টের কোনও স্থান নাই।

৮

পর দিন ভোর, watchtower মনটা এত ভাল কবে গেছে ও মনে করতে পারছে না। সন্ধ্যার দিকে সিলেটে নেমে সারাদিনে কিছু একটা খেয়ে ১২ টা পর্যন্ত এদিক সেদিক ঘুরেছে watchtower কত অদ্ভুত অদ্ভুত মানুষের দেখা পয়েছে। কিছু ছবিও তুলেছে মফস্বল অঞ্চল এর ছবি , কিছু কিছু ছবি নিশ্চিত কোনো আর্ট এক্সিবিশনের গ্যালারিতে রীতিমত টাঙ্গিয়ে দেয়া যাবে। দুই একটা সেল ও হয়ে যেতে পারে। মনে মনে হাসল watchtower কিন্তু ভার্সিটির অডিটরেয়ামে প্রতি সেমিস্টারে যে ছবি গুলো সিলেক্ট হয় সেখানে এর একটা ও ঠাই পাবে না এটা শিওর এটা ভেবে হাসতে হাসতে একাকার অবস্থা। কাক ডাকা ভোরে ভার্সিটি এসে বসে আছে ও। ভার্সনটির দারোয়ানেরা অবাক হয়ে ওকে দেখছে। এত সকালে ভার্সিটি কেউ আসতে পারে বলে মনে হয় ওদের বিশ্বাস হচ্ছে না। আসলে বিশ্বাস না হলেও কিছু করার নাই। কমলাপুর থেকে ডাইরেক্ট মহাখালী এসে পড়েছে ও। মাঝে ইচ্ছা করলে বাসায় যেতে পারত ও, যায় নি। ব্যাগের ভেতরে কাপড় চোপর আছেই গেট খুল্লে ওয়াশ রুমে যেয়ে চেঞ্জ করে নিবে। এমনিতে ও ঐ শিতের রাতে এক পুকুরে সাতরে বেরিয়েছে আরেকটু হলে হাত পা অবশ হয়ে যেত। এক চাচা ওর জীবন টাই বাঁচিয়েছে বলা যায়। উনি ঘড়ে নিয়ে গেছে গরম চা খেতে দিল, শেষে আবার ট্রেনে ও তুল দিল watchtower কে।

সকাল ১০ টা ভার্সিটিতে মানুষ গিজ গিজ করছে। স্টাডি রুমে তেমন কোনো সিট খালি নাই। আনিকা বসে আছে সাথে ওর দুইটা বান্ধবী, আরিফ আর অনিক ঢুকল স্টাডি রুম এ।

আনিকা: কি রে এতক্ষণে এলি, আরিফ কে বলল আনিকা
আরিফ কোনো কথা বলল না। আরিফ কে বিধ্বস্ত লাগছে। আনিকা বলল
আনিকা: কিরে আরিফ তোর চেহারা এমন হয়ে আছে কেন? কি হয়েছে?
অনিক: আরে কিছু না বাদ দে... তোদের এসাইনমেন্ট এর কি খবর? প্রেজেন্টেশন রেডি?
শমী: আরে না ঝামেলা বুচ্ছিস, ঝামেলা, আমি করব বল্লাম না আমি পারছিনা, এই আরিফ তুই করনা রে... আমি হেল্প করব, আমি কোনো আইডিয়াই পাচ্ছি না।
আনিকা: ঐ আরিফ কি হয়েছে বলবি তো? আমরা তোর ফ্রেন্ড না? বলা যায় না? আমাদের না বল্লে কাকে বলবি?
আরিফ: কিছু না রে... আমি একটু সিক... মিথ্যা বলল আরিফ,
আনিকা: ও ডাক্তার দেখিয়েছিস কি জ্বর? বলে আরিফ এর কপালে হাত দিয়ে দেখল আনিকা। আমিই এসাইনমেন্ট করবনে যা। তোর করা লাগবে না। আরি শমী তুই একটা গবেট করতে পারবি না আজ বলিস না। ধুর। অনিক: ব্যাগ থেকে একটা বার্গার বের করে খেতে খেতে , কিরে তোর কি খবর? আংকেল ভাল আছে?
আনিকা: হু আছে কোনো রকম, ডাইবেটিস এর রোগী। তুই একটু কমায়ে খা বুঝলি... আমার বাপের মত তুই ও বাধাবি...
অনিক: কে? আমি ? আরে শোন বাধলে বাধবে আমি খাওয়া দাওয়া ছাড়ছি না... আরেকটা বার্গার বের করে চলবে নাকি কারো?

সবাই হেসে উঠল, একটু হাসল watchtower ও,

অনিক: কিরে তোর watchtower এর কি খবর? জিজ্ঞেস করল অনিক? অনিক একটু বাজিয়ে দেখতে চাইছে কি অবস্থা । আরিফ এর জন্যে অনেকের ও আসলে খারাপ লাগছে।

আনিকা: কি যে করি বল, কোনো খোজ খবর ই নাই। গত কাল সারাদিন নেটে ছিলাম, অনলাইনে আসলই না। তার আগের রাতেও ছিলাম।

আরিফ এর মুখে আরো কালো ছাড়া পড়ল। আচ্ছা আমাদের মাঝেই কেউ ফান করছেনা তো তোর সাথে, বলল অনিক, অনিক চাচ্ছে watchtower কে যেন আনিকা একটু সন্দেহ করা শুরু করে, আরিফ ছেলেটার একটা গতি করাও যদিও আসল উদ্দেশ্য।

আনিকা: কি??? এটা তো আগে ভাবি নাই? ঐ তুই তুই অনিক তুই এই কাজ করছিস না? তুই watchtower না?
অনিক: কি বলিস আমি? watchtower? আমারে কি পাগলা কুত্তা কামরাইসে আমি এই কথা তোরে বলতাম, যে আমাদের মাঝে কেউ কিনা?
অনিক: তা ও ঠিক... কে হতে পারে আরিফ তুই না তো?
আরিফ কিছুটা embarrass ফিল করছে... ঠিক এই সময় এ একটা ম্যাসেজ আসল আনিকার মোবাইলে...

সেন্ডার এর নাম watchtower আর ম্যাসেজ টা হল, no... u got it wrong, I am nobody... I am watchtower...

আনিকা বিশ্বয় এর চোখে এদিক সেদিক সবার দিকে তাকাল স্টাডি রুমে, শমী বলল কি রে কি দেখে এত চমকে উঠলি কাকে খুঁজিস ? ঐ হ্যালো? আনিকা কোনো কথা বলল না মোবাইল শমী এর দিকে বাড়িয়ে দিল, অবাক বিশ্বয় এ সবার দিকে তাকাচ্ছে...

আর watchtower? ও কি করছে? ও আপন মনে ওর ল্যাপিটার কিবোর্ডে দশটা আঙ্গুল চালিয়ে যাচ্ছে সামনে একটা বই রাখা Human Phycology উপর একটা বই, ওর পেছনে দেয়াল আসলে কি বোর্ড এ কি লিখছিল কারো সেদিকে তাকানোর কোনো কাড়ন ছিল না... তাকায় নি আনিকা ও, তাকালেই বুঝত watchtower ওর পেছনেই বসে মার্কেটিং ক্লাসে... আবাক হয়ে হয়তো বলত তুমি সেই watchtower যাকে আসি সত্যি ভালবেসে ফেলেছি সেই watchtower তুমি? আমার এত কাছে তাও আমি বুঝতে পারিনি?

আনিকা যখন বিস্মিত ভাবে সব দিকে তাকাচ্ছিল watchtower তখন ল্যপিটা অফ করে ব্যাগ গুছানো শুরু করল, ও মনে মনে একটা জিনিস ঠিক করে ফেলেছে... মেয়েটার প্রতি অন্যায় হয়ে যাচ্ছে... কাজ টা ঠিক হচ্ছে না ... আর যোগাযোগ করবে না watchtower. ওর মত ছন্নছাড়া জীবনে আসলে এই সব মানায় না আজ থেকে কোনো যোগাযোগ করা যাবে না মনে মনে ঠিক করে ফেল্ল watchtower, একটা ভার যেন নেমে গেল ওর বুক থেকে। অনেক হালকা লাগছে নিজের কাছে । আনিকার সাথে কথা বলেছিল শুধু মাত্র একজন ফ্রেন্ড হিসেবে after all ওরা একই সেকশনে কিন্তু আনিকা ব্যাপার টা অন্য ভাবে নিয়ে ফেলেছে একটু হাসল watchtower যাক ডিসিশন টা এবার ফাইনাল, একবার ও না তাকিয়ে আনিকাদের টেবিলের দিকে watchtower বেরিয়ে গেল স্টাডি রুম থেকে। অন্যদিকে আনিকা? Watchtower আনিকার দিকে তাকালে দেখত আনিকার চোখ টলমল করছে...

৯

ভীষণ মন খারাপ আনিকার, ফাউন্ডেশন বিল্ডিং এর গেটের সামনে বসে আছে, সকালের ঐ ঘটনার পর ক্লাসে ও মন বসে নি। ক্লাসের মাঝে বেরিয়ে এসে পড়েছে, সবাই তাকিয়ে ছিল, কোনো কিছুতেই কিছু যায় আসে না এমন একটা ভাব আসলে মনে মনে অনেক কষ্ট পাচ্ছে। নামার সময় লিফটে watchtower ও ছিল, watchtower কিছুটা অবাক হল, আনিকার এখন ক্লাসে থাকার কথা, মেজাজ এমন গরম করে কই যাচ্ছে?

আনিকা watchtower এর দিকে তাকাল, আর বলল can I help you? Watchtower থতমত খেয়ে গেল আনিকার দিকে তাকিয়ে ছিল ও , আমতা আমতা করে বলল না মানে...
আনিকা: না মানে? মানে কি এই সবের? এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? আমি কি দেখতে এলিয়েনের মত?
Watchtower: না দেখুন তা না আসলে...

আনিকা: আসলে আবার কি ? আপনাদের যে কি সমস্যা বুঝলাম না... বিরক্তিকর প্রাণী আপনারা যত্তসব

সম্ভবত আরো ঝাড়ি খেত watchtower কিন্তু লিফট খুলে যাওয়ার এ যাত্রায় বেচে গেল.. হন হনিয়ে চলে আসল আনিকা।

১০

বাসায় পৌছাতে পৌছাতে একটু দেরি হয়ে গেল watchtower এর । বাসায় এসে ফ্রেস হয়ে নিল। পিসির সামনে বসে জমে থাকা কিছু কাজ শেষ করল। কিছু জার্নাল ও লিখতে হলো। এই জার্নাল গুলই একমাত্র যায়গা যেখানে সৎ থাকা যায়, যেখানে মনের কথা গুলো বলা যায়। আর জার্নাল গুলো যেন নীরব শ্রোতা। ওদের ধৈর্যের যেন শেষ নেই।

হাতের কাজ শেষ করে watchtower ভাবল আনিকার মেজাজ আজ যেই খারাপ কে যানে কি করছে। আনিকার মোবাইলে এক্সেস করতে চাইল পারল না। মোবাইল অফ। ব্যাপারটা একটু কেমন যেন বেখাপ্পা লাগল। ওর মোবাইল তো অফ থাকে না। কোনো মেইল পাঠিয়েছে নাকি? মেইলে যেয়ে যা দেখল তা অনেকটা আতঙ্কজনক। ৭ টা মেইল একদিনে? মেয়েটা সত্যি ওকে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু প্রকাশ ও করতে পারছে না। আবার বুঝতে পারছে সব হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে watchtower কিছুটা বিব্রত বোধ করল। সব দোষ তো আসরে ওর নিজের ই। কেনই বা কথা বলতে গিয়েছিল। মনে মনে watchtower ভাবল এটা টেম্পোরারি সক একসময় আনিকা সব ভুল বুঝতে পারবে। জীবনে এরকম হয় ই মানুষ থেমে থাকে না। ব্যাপার টা হল কোনো উত্তর দেওয়া যাবে না এক সময় আনিকা আর নিজেই যোগাযোগ করবেনা, আরো কিছুদিনে ভুলেই যাবে হয়তো।

সন্ধ্যা নামছে ঢাকা শহরে, watchtower ওর জ্যাকেট টা গায়ে দিয়ে নিচে নেমে পড়ল, কানে ইয়ার ফোন তো আছেই একটা গান শুনছে ও

আর্টিস্ট এর গলায় যাদু আছে বলতে হবে, অনেক আবেগের সাথে অনুভূতিগুলো তুলে ধরেছে, গানের লাইন গুলো সত্যি অদ্ভুত

“আমি শুনেছি সেদিন তুমি,
সাগরের ঢেউ এ চেপে, নীল জল দিগন্ত ছুঁয়ে এসেছো...
আমি শুনেছি সেদিন তুমি,
নোনা বালি তীর ধরে ... বহু দুর... বহু দুর হেটে এসেছো...
আমি কখনো যাইনি জলে, কখনো ভাষিণী নীলে, কখনো রাখিনি চোখ ডানা মেলা গাংচিলে...

আবার যেদিন তুমি সমুদ্র স্নানে যাবে, আমাকে ও সাথে নিও... নেবে তো আমায়?"

আর শুনতে পারল না watchtower আসলে ও শুনেছে ও, ওর অবচেতন মন শুনেছে.... ও হারিয়ে গেয়েছিল নীলে, গানের আর্টিস্ট সাগর দেখেছে কিনা জানা নেই, নীল দিগন্তে নোনা বালির তীর ধরে হেঁটেছে কিনা তা ও জানে না watchtower, কিন্তু ও এগুলোর একটিও করে নি ও নিজে , কখনো নীলে যাওয়া হয়নি, কখনো দেখেনি ডানা মেলা গাংচিল...

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে নিজের উপর ভীষণ বিরক্ত হলো watchtower , ধুর এই সবের কোনো মানে নাই ওর আমার লাইফ টা ও তো কম মজার না। এই সব ভাবতে ভাবতে watchtower একটা রেস্তোরাতে ঢুকল , খুবই সাধারণ মানের একটা রেস্তোরা, অনেক দিন আগে মানে অনেক আগে watchtower দুটো পাগল ফ্রেন্ড নিয়ে এখানে আসত, শান্তিনগরের মোড়ের এই রেস্তোরাটার সাথে ওর জীবনের খুবই ক্ষুদ্র কিন্তু অনেক মূল্যবান কিছু স্মৃতি মিশে আছে । স্মৃতি গুলো এতো টাটকা মনে হয় সব সময় বলে বোঝানো যাবে না, ঐ তো সেদিন ও আর ওর ঐ দুই ফ্রেন্ড সিক কাবাব খাচ্ছিল আর রাজ্যের সব আজগুবি গল্প করছিল, এক এক জনের কথার টপিক এক এক, কেউ বলছে আচ্ছা নান রুটির সাথে স্পুন কেন? আমরা কি এতই western হয়ে যাচ্ছি যে নান রুটি আর শিক কাবাব এর সাথেও স্পুন? Watchtower এর পরিষ্কার মনে আছে ও একটা যুক্তি দিয়েছিল, ও বলেছিল আমার মনে হয় সব কিছুই স্পুন দিয়ে খাওয়া ভাল। চোদ্দবার হাতে এটা সেটা লাগানোর চেয়ে..., আরেক দিকে আরেক জন হয়তো বলে উঠল আরে তুই খেতে পারিস না স্পুন দিয়ে সেটা বল। শুন আমার বাবা আর্মিতে উনাদের স্পুন দিয়ে খেতে হয় এই দেখ কেমনে স্পুন ইউজ করা লাগে... আরো কত নিয়ম টিয়ম জানি বলল কিভাবে স্পুন প্লেটে রাখতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি আজ খুব মনে পড়ছে watchtower এর যদি স্পুন ইউজ এর ঐ নিয়ম গুলো ভাল করে শুনত কতই ভাল হতো। স্মৃতিটুকু আরো টাটকা লাগত, আরো কিছু ফানি কথা মনে করে হাসতে পারত। একটা টেবিল বয় এসে শিক কাবাব আর নান রুটি দিয়ে গেল, সারাদিন কিছু খায় নি watchtower কিন্তু পারলনা এখন ও খেতে । নাহ, এদের ছাড়া আসলে একা একা পসিবল না। খুবই বেখাপ্পা লাগে জিনিস টা মনে মনে ভাবল watchtower. আসলে বেখাপ্পা না চোখ দিয়ে পানি এসে পড়ছিল watchtower এর। দ্রুত বেড়িয়ে আসল ও। মনটাই খারাপ হয়ে গেল। হাটতে শুরু করল শান্তিনগর এর রাস্তা ধরে । বেইলি রোড এর ঐ দিকে যাবে না ও, ঐ দিকেও অনেক আলো, এত আলো আজকাল ভাল লাগে না,মনে মনে ভাবল watchtower. আর আসল ঘটনা হচ্ছে অনেক স্মৃতি ঐ দিকে, watchtower স্মৃতিকে নিয়ে বেচে থাকে কিন্তু আজ আর সাহস হলো না। শান্তি নগরের রাস্তা গুলো অনেক আপন লাগে watchtower এর কাছে।
কি জানি একটা আছে এই রাস্তা গুলোতে, আসলে এই রাস্তাগুলোতে ও যে স্মৃতি কম জড়িয়ে আছে তা না। গানটার দিকে এতক্ষণে মনোযোগ দিল watchtower নিজেকে নিজে মনে মনে কয়েকটা গালি দিল গান শুনো মিস্টার গান... আশে পাশের পৃথিবীটাকে অনেক দুরে ঠেলে দাও....

১১

অন্যদিকে আনিকা অনেক দেরিতে বাসায় ফিল। সব কিছু ওর কাছে খালি খালি লাগছে। কি যেন নেই। কি যেন হারিয়ে গেছে। গত এক দিন ছেলেটার সাথে কথা হয় নি কিন্তু এমন লাগছে কেন? ছেলেটা তো ওর কোনো খোজ খবর ও নেয় না। খোজ খবর নেয় না তা ই বা কি ভাবে বলে । ছায়ার মত লেগে থাকে ছেলেটা। কিন্তু ছেলেটার সমস্যা কি কথা ওকে এড়িয়ে চলছে কেন? কোনো কিছুই হিসাব মিলেতে পারছে না আনিকা। অন্যদিকে ছেলেটার সাথে কথা বলা দরকার। ওর জমানো অনেক কথা কাউকে বলা দরকার। কয়েক বছর আগে মেয়েটার মা মারা যায়, তার পর থেকে আপন বলতে তেমন কেউ নেই। বাবা সব সময় ব্যস্ত, মা ছিল ওর একমাত্র আপন কেউ সব কিছু শেয়ার করত মা এর সাথে, মা থাকলে নিশ্চয়ই এখন একটা উপায় বলে দিত। কথা গুলো ভাবতে ভাবতে মা এর ছবিটা টেবিলে থেকে কোলে নিল আনিকা, কিচ্ছু ভাবতে পারছে না ও। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মা কে জিজ্ঞেস করল

মা...

ও মা!

আমি কি করব মা?

তুমি কোথায় মা?

তুমি কি আমাকে শুনতে পাও মা? আমার একটু সাহায্য দরকার মা, আমি এই ছেলেটাকে ভালবেসে ফেলেছি মা...

কিন্তু আমি যে হারিয়ে গেছি মা, জীবন অনেক নির্মম মা, জীবনের পথ চলায় আমিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি মা, আমি এখন কি করব মা? ছেলেটার নাম ও তো জানি না, এভাবে কাউকে ভালবাসা যায় বল মা? আমিতো ছেলেটাকে দেখিনি পর্যন্ত! ছেলেটা যদি দেখতে একটা গবেট হয় মা! ছেলেটা যদি আমাকে ভাল না বাসে ? ছেলেটা কি আমাকে ভাল বাসে মা? ওকে একটু বলে দাও না আমাকে যেন অনেক ভালবাসে, প্লিজ মা বলে দাও না...

ছেলেটা কি দেখে না মা? আমি তো আকাশ খুলে বসে আছি মা, তবুও কেন দেখছেন ছেলেটা?

এক সময় বিড়বিড় করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আনিকা, মা এর ছবিটা পড়ে রইল বেড এর এক কোনে।

১২

রাত তিনটা, হঠাৎ ঘুম ভাঙল আনিকার, খুব তেষ্টা পেয়েছে ওর, পানি খাওয়া দরকার। বিছানা থেকে উঠতে যেয়ে ব্যাথায় কুঁকড়ে উঠল আনিকা। মাথা পর্যন্ত নাড়াতে পারছে না। খুবই কষ্টে বাবা কে ডাকতে চাইল । কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বের হতে চাইছে না। যতোই জোরে বাবাকে ডাকতে চাইছে ফিস ফিস করে শব্দ বের হচ্ছে । কিছুক্ষণ চোখ বন্ধে করে শুয়ে থাকল । পরিষ্কার বুঝতে পারছে ভীষণ জ্বর ওর। কিছু একটা খেয়ে ওষুধ খাওয়া দরকার। তার আগে ওঠা দরকার। মনের সব শক্তি সঞ্চয় করে আসতে আসতে উঠে বসতে পারল আনিকা। বিছানা টা ধরে ধরে উঠে দাড়ালো। ঘরের দরজা বন্ধ। আসতে আসতে দরজার কাছে যাচ্ছে, মাথাটা ঘুরছে , ওর আশেপাশের পুরো পৃথিবীটা ঘুরছে। হঠাৎ পুরো পৃথিবীটা ওর সাদা হয়ে গেল...

কি হচ্ছে এসব? মনে মনে ভাবল আনিকা

চোখে কিছুই দেখছে না আনিকা যেদিকে দরজা টা ছিল সেদিকে হাত বাড়াল ও । অন্ধ মানুষের মত হাতড়ে বেড়াচ্ছে হঠাৎ কি যেন একটা বাড়ি খেল মাথায় প্রচন্ড ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল আনিকা কিছু বুঝার আগেই পুরো পৃথিবীটা এবার অন্ধকার হয়ে গেল। অনেক তৃষ্ণা নিয়ে জ্ঞান হারাল আনিকা । ওর মাথা থেকে রক্তের একটা রেখা গড়িয়ে চলেছে, রক্তের রেখাটা যেন হলুদ টাইলস এ আলপনা একে দিচ্ছে আলপনা আঁকতে আঁকতে এগুচ্ছে দরজা এর দিকে। হয়তো আনিকা দরজাটার কাছে পৌছাতে পারে নি তাতে কি? আলপনা রেখা ঠিকই বাইরের পৃথিবীকে জানিয়ে দিল মারাত্মক একটা কিছু ঘটে গেছে ভেতরে কেউ কি আমাকে দেখছ না? আমাকে কি কিউ সাহায্যের নেই? এসব কি দেখছিল watchtower ? Are you watching this watchtower?

১৩

পরদিন সকাল ১১ টা, Watchtower খুবই চিন্তায় পড়ে গেছে, গতকাল বিকেল থেকে আনিকার কোনো খোজ পাচ্ছে না ও। ইচ্ছা করলে এখন অনেক গুলো কাজ করা যায়। কিন্তু কিছুই করতে ইচ্ছে হচ্ছে না আজ। একটা একটা পেপসি আর স্যান্ডউইচ খাচ্ছিল watchtower . ছোট্ট ল্যাপটপ টাতে আনিকার মোবাইল নাম্বার টা যে বন্ধ সেই সংকেত ই দিচ্ছে। প্রতি বার refresh দেওয়ার পর ভাবছে এবার হয় তো অন করা পাবে কিন্তু তা না।

পুরো ভার্সিটিটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে ও। আনিকা কে কোথাও পায় নি। কি হতে পার? মার্কেটিং ক্লাস টা ও মিস করল মেয়েটা। নরমালি তো ক্লাস মিস দেয় না! সব কিছু উলট পালট লাগছে watchtower এর কাছে স্যান্ডউইচ টা শেষ করে বেরিয়ে গেল ও। বাসার দিকে হাটা শুরু করল মহাখালী – সেগুনবাগিচা কতক্ষণ লাগবে? একটা হিসাব ও করে ফেল্ল মোবাইলে । ওর সব কিছুতেই হিসাব করা লাগে, জীবনটাই ওর এমন যেখানে প্রয়োজন সেখানে ও কোনো হিসাব নিকাশে যায় না কিন্তু খামখেয়ালি তে ভরা এই জীবনে সব অপ্রয়োজনীয় কাজ গুলোই ওর কাছে আনন্দময়।

১৪

পরদিন দুপুর ২ টা, আরিফ অনিক কে কল করল

আরিফ: দোস্ত একটা সমস্যায় পড়ে ফোন করলাম,

অনিক: কি রে তোর গলা এমন শোনাচ্ছে কেন? কি হইসে?

আরিফ: দোস্ত গত কাল আনিকা ক্লাসে আসে নাই ইউনিভার্সিটিতে ও ওরে পাইলাম না! আজ ও কোনো খোজ খবর নাই!

অনিক: ওরে ফোন দে শালা! নাকি এখন ফোন দিতে ও লইজ্জা লাগে , হালা বেকুব...

আরিফ এর গলা ভেঙ্গে আসছে

আরফ: দোস্ত ওর মোবাইল তো বন্ধ!
অনিক: আরে বাপ মোবাইল বন্ধ খুলব নে! ছেক খাইসে বুঝস না? হাহাহা খুলবেনে বাবা এত চিন্তার কিছু নাই। সক খাইসে তো সক টা যাক দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর তো ভালই হল, তোর তো খুশি হওয়া কথা।
আরিফ: অনিক ভাই তোই ওর বাসায় একটু ফোন দে না, আমার কাছে নাম্বার নাই ওর বাসার
অনিক: আরে মহা মসিবত তো, কি জ্বালা, আচ্ছা দারা দিচ্ছি, রাখলাম

বলে ফোন রেখে দিল অনিক।

১৫

সন্ধ্যা ৬:২৯, ল্যাব এইড এর সামনে বসে আছে অনিক, আরিফ এর জন্যে ওয়েইট করছে, হাতে একটা সিগারেট বেশি টেনশনে থাকলে অনিক একটার পর একটা সিগারেট খেতেই থাকে। আরিফের ফোন পাওয়ার পর অনিক, আনিকার বাবা কে ফোন করেছিল । ফোন করে যা শুনে তা যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারে না অনিক। আনিকা গত রাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল ফ্লোরে সকালে আনিকার বাসার কাজের বুয়ার চিৎকারে ওর বাবা ছুটে আসে দরজা ভেঙ্গে সরাসরি মেয়েকে ল্যাব এইড এ নিয়ে আসে। ডাক্তার বলেছে মেয়ের কন্ডিশন খুব একটা ভাল না। কখন জ্ঞান ফিরবে তার ও কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারে নি। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসে খুবই তাড়া তাড়ি ৮ টার দিকে জ্ঞান ফিরে আসে আনিকার। কিন্তু বিপদ কিন্তু এখানেই শেষ না। পরদিন বিকেলে অনিক সব কিছু জানতে পারে। আরিফ কে ও ফোন দিয়ে জানায় ঘটনা টা। তখনই অনিক হসপিটালে আসে এসে দেখে আনিকা নেই হসপিটাল এ। ওর বাবা মুখ থম থম করে নার্স দের ঝাড়ি দিচ্ছে। তার পর যা জানতে পারে তা রীতিমত ভয়ঙ্কর। আনিকা কে পাওয়া যাচ্ছে না। ওষুধ আনেতে গিয়েছিল ওর বাবা এসে দেখে নেই আনিকা। জলজ্যান্ত একটা মানুষ যেন ভোজবাজির মত গায়েব হয়ে গেছে। তাও সুস্থ না আনিকা মোটেও সুস্থ না। মাথায় যে আঘাত তা ব্রেন এ ও অনেক বড় সমস্যার কাড়ন হতে পারে। দরকার পূর্ণ বিশ্রাম অন্তত ২ সপ্তাহ। কিন্তু হায় বিশ্রাম? মেয়েকেই খুঁজে পাচ্ছে না আনিকার বাবা।

আরো ১০ মিনিট অপেক্ষা করার পর একটা সি এন জি থেকে নামতে দেখল আরিফ কে, অনিক । রাস্তা পার হয়ে আসার পর আরিফের আস্থা দেখে অনিকের আরিফ কে নিয়েই বেশি চিন্তা হওয়া শুরু হল। বেচারা ছেলেটা এমনিতেই দুনিয়ার ঝামেলায় আছে।
আরিফ: দোস্ত কোনো খোজ পাওয়া গেছে?
অনিক: না রে, কি যে হবে বুঝতে পারছি না।
আরিফ: দোস্ত কি হচ্ছে এসব কিছুই বুঝতে পারছি না, আনিকা কি নিজেই হসপিটাল থেকে বেরিয়ে গেল নাকি আরো খারাপ কিছু কিডনাপ টাইপ কিছু না তো? Watchtower না কি

নাম ওর কাজ না তো? আমার তো মনে হচ্ছে দোস্ত এখানে কোনো ঝামেলা আছে, ওর বাবাকে কি জানাবি?

অনিক: দেখ আরিফ তুই না বেশি করছিস, আনিকাকে কিডনাপ করে নিয়ে গেছে না? তুই শালা একটা ছাগল, এমনি চিন্তায় আছি আরেক চিন্তা মাথায় ঢুকালি। আঙ্কলের সামনে এই সব যদি ভুলেও তুলিস খবর আছে বুচ্ছিস? আঙ্কল নিজেও ডাইবেটিস, হার্টের পেশেন্ট এমনি অনেক ঝামেলা গেছে।

চল এবার উপরে যাই আর ঐ সব কিডনাপ টিডনাপ টাইপ কিছু হয় নাই। চিন্তা করিস না। আনিকা একটু পাগল কিসিমের ই। কিন্তু ওকে যে কই খুঁজি তাই হল সমস্যা। কোথায় যেতে পারে? বলতে বলতে লিফট এ উঠল অনিক।

ঘুরে দেখল আরিফ দৌড়চ্ছে, দ্রুত দৌরে বেরিয়ে যাচ্ছে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল অনিক হচ্ছে টা কি এসব? বেরুতে গেল অনিক, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে । লিফট বন্ধ হয়ে গেছে।

১৬

এখন সন্ধ্যা ৭:১০, দৌড়চ্ছে আরিফ, যেন জীবন মরণ সব এই দৌরের উপর নির্ভর করছে। দৌরে রবীন্দ্র সরোবর এর মাঝ খান দিয়ে চলে গেল ও। একটা বটগাছ আছে ঐ খানে কে যেন বসে আছে ঐদিকে দৌড়োতে গেল না এটা আনিকা না , আবার থেমে গেল। বুধ ধড়ফড় করছে দৌড়ানোর কাড়নে এবং মারাতিরিক্ত টেনশন।

দৌরে আরেকটু সামনে গেল আরিফ, তার পর হটঠাৎ এ থেমে গেল আস্তে আস্তে মেয়েটির পাশে যেয়ে বসল আরিফ।

মেয়েটি আরিফের দিকে বিশ্বয় এর চোখে তাকাল, আর বলল কিরে কেমন আছিস?

আরিফ: হহাহাহাআআআ ভাল না রে।

আনিকা: হুমম, আমাকে পেলি কিভাবে?

আরিফ: that's a good question...

আনিকা: in deed...

একটু হাসল আনিকা, কিন্তু সেই হাসিতে প্রাণ নেই, চির চেনা সেই আনিকার হাসি নয় এটা, মেয়েটিকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত লাগছে...

আরিফ: hospital ভাল লাগে না, না?

আনিকা: নাহ রে,

আরিফ: ঐ হসপিটালেই আন্টি মারা গিয়েছিল না?

কথাটা শোনা মাত্রই হুহু করে কান্না শুরু করল আনিকা, আর জোরো জোরে মাথা নাড়তে থাকল। আরিফ আনিকাকে বলল চল যাই এই ঠান্ডায় এভাবে বসে আছিস। কাউকে জানিয়ে যেতি। বাবা না বলিস অনিক ছিল, শমী ছিল ওদের বলে যেতি। আনিকার কান্না একটু থামল । আরিফের দিকে তাকিয়ে আনিকা যোগ করল তোকেও বলতে পারতাম , বলে একটু হাসল

আনিকা। অল্প আলোতে হাসিটা আরিফের কাছে অদ্ভুত সুন্দর মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই হাসিটার জন্যে কি না করা যায়। আরিফ বলল চল এবার ওঠা উচিৎ । আমি অনিক কে কিছু না বলেই চলে এসেছি। আনিকা কি যেন একটা ভাবল!

আরিফের দিকে তাকিয়ে বলল আমাকে ধর একা উঠতে পারবনা। আরিফ একটু ভেবাচেকা খেয়ে গেল, দোটানায় পড়ে গেল কিন্তু হঠাৎ ই উঠে গেল আরিফ। উঠে আনিকা কে দাড়াতে সাহায্য করল।

আরিফ: হাটতে পারবি?

আনিকা: হাঠতে না পারলে কি করবি? কোলে নিবি?

আরিফ: ফাজলামি করবিনা চল, বুঝসি তুই হাঠতে না এখন দৌড়াতে ও পারবি

আনিকা: মলিন একটা হাসি দিল।

দুজন হাঠছে, আরিফ আনিকাকে ধরে ধরে রবীন্দ্র সরোবর এর বাইরে নিয়ে এল। আরিফ বলল একটু দাড়া আমি গাড়িটা নিয়ে আসি, আনিকা একটু অবাক হল। আরিফের গাড়ী আছে? আরিফ কে বলল গাড়ী? কি ক্যাব নিয়ে আসছিস? আরিফ আমতা আমতা করে বলল না একটা ফ্রেন্ড এর সাথে দেখা রাস্তায় আমাকে হাটতে দেখে লিফট দিল ঘটনা শুনে বলল ওয়েইট করবে এখানে। আনিকা কি যেন ভাবল বলল আচ্ছা জলদি নিয়ে আয়। আরিফ আবার দৌড়াল। দৌড়ানোর সময় খেয়াল করেনি মাথা ধুরে আবার পড়ে গেছে আনিকা, রাস্তায় পড়ে আছে, আবার জ্ঞান হারাল আনিকা।

১৭

রাত ৯:৪৪, আনিকার পাশে বসে আছে ওর বাবা, অনিক , শমী, আরিফ জ্ঞান ফিরল আনিকার। জ্ঞান ফিরে অদ্ভুত একটা হাসি দিল বাবার দিকে তাকিয়ে, বলল সরি বাবা! ওর বাবা আনিকাকে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। কাঁদছে আনিকা ও। আনিকার বাবা বলল সরি মা, আমি সরি । অনিক একটা জুস খেতে খেতে আঙ্কেল আপনি এখন বাসায় যান তো যান। হাসপাতাল কি কান্না কাটির যায়গা নাকি? আমি আর আরিফ আছি সারা রাত, দরকার হলে শমী ও থাকবে আপনি এমনিতে রোগী মানুষ রাত প্রায় ১০ টা বাজতে চল্ল এবার বাসায় যেয়ে একটু রেস্ট নেন। অনিকের কথা কেউ শুনল বলে মনে হলো না বাবা মেয়ে এর কান্না আরো কিছুক্ষণ চল্ল।

রাত ১১ টা

আনিকার বাবা চলে গেছে , অনিক বলল দোস্তো তুমি এখন ঘুমাও আমরা বাইরে বসে আড্ডা দেই কিছু লাগলে ডাক দিস আমরা বাইরেই আছি। হুম আছি আমরা যোগ করল শমী।

বাইরে আড্ডা দিবি? তোরা এখানেই থাক না রে আমিও একটু আড্ডা দিতে পারতাম । আরিফ অনিক আর শমী একে অপরের দিকে তাকাল বলে কি মেয়ে, শমী বলল বাপ তুই

আমাদের মাফ কর, এমনিতেই যে কাহানী দেখাইস আজকে আরিফ না থাকলে গেসিলি বুঝলি, তুই কি ভাবতেসিলি বল? এভাবে অসুস্থ শরীর নিয়ে , আরিফ বলল আহা থামতো, আচ্ছা আমরা আছি আমি দুটা চেয়ার নিয়ে আসি দাড়া অনিক বলল দাড়া আমিও যাই শমী তুই থাক আমরা আসছি... বলে বে রিয়ে গেল আরিফ আর অনিক।

কেবিন থেকে বেরিয়ে অনিক আরিফ কে বলল তোর কিন্তু অনেক প্রশ্নের জবাব দেওয়া বাকি আছে, কিছুটা রাগের সাথেই বলল অনিক। আরিফ বলল সব বলব এখন না রে...

১৮

২ সপ্তাহ পর: সুস্থ হয়ে আজই আনিকা এই প্রথম আজ ইউনিভার্সিটি আসছে । আরিফ, শমী ওর আরো অনেক গুলো ফ্রেন্ড খুবই এক্সাইটেড । সবাই আনিকা কে সারপ্রাইজ দিবে ঠিক করেছে। আজকে আবার ফল সেমিস্টার এর শেষ ক্লাস, আনিকাদের একটা প্রেজেন্টেশন ও আছে মার্কেটিং এর উপর । মোটা মোটি একটা উৎসব উৎসব ভাব।

১২ টা এর দিকে আনিকা আসল ভার্সিটিতে, অনিকের ইউনিভার্সিটি অলরেডি বন্ধ হয়ে গেছে। অনিক আর আনিকা স্টাডি রুমে ঢুকতেই সারপ্রাইজ বলে চিৎকার করে উঠল সারপ্রাইজ! আনিকা মুখ ভেংচিয়ে বলল আগে প্রেজেন্টেশন এর কি অবস্থা বল আমার ভয়ে জান শেষ!

সবাই মিলে প্রেজেন্টেশনের একটা রিহার্সাল দিল, আনিকার পার্ট টা আরিফ করে দিয়েছে, বলা যায় আরিফ ই পুরো টা করেছে সবাই আরিফ কে হেল্প করেছে। আরিফের উপর ই দায়িত্ব পড়ল সবাইকে ডিটেইল বুঝিয়ে দেয়ার কিভাবে স্লাইড গুলো সাজানো হয়েছে কি কি বলতে হবে ইত্যাদি।

দুপর ১.৩০
ক্লাস ভর্তি ছেলে মেয়ে একটু পড়েই আনিকাদের প্রেজেন্টেশন শুরু হবে। দুইটা গ্রুপ তাদের প্রেজেন্টেশন শেষ করেফেলেছে। আনিকারা কিছুক্ষণ পড় ই সামনে গেল ওরা, শুরু হল প্রেজেন্টেশন।

প্রায় আধাঘণ্টা ক্লাসে সবার সামনে দাড়িয়ে মার্কেটিং প্ল্যান সবাই কে বুঝিয়ে বলা খুব একটা সহজ কাজ না। প্রেজেন্টেশন দিতে আরিফের বরাবর ই অসহ্য লাগে। এবার ও তাই হল। তার মাঝে আনিকা পাশেই দাড়িয়ে ছিল অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল আনিকা কে । রীতি মত পা কাঁপছিল আরিফের ব্যাপারটা শমী আর আনিকা ও লক্ষ করল । সবাই মুচকি মুচকি আসছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরিফ মোটামোটি ভাল ভাবেই ওর প্রেজেন্টেশন শেষ করল।

ওদের প্রেজেন্টেশন শেষ। প্রেজেন্টেশন শেষ হলেও বসে থাকতে হবে অন্যদের প্রেজেন্টেশন দেখাটা একা ভদ্রতা। ক্লাসের শেষ দিনে কেউ ই অভদ্রতাটা করতে চাইল না। ওদের গ্রুপের পড়েই আরেকটা গ্রুপের প্রজেন্টেশন। গ্রুপ বলা চলে না। একটা ছেলে একা প্রেজেন্টেশন দিবে। মানে যেই প্রেজেন্টেশন টা ওরা তিনজন মিলে দিয়েছে ৩০ মিনিটে একাই ঐ ছেলেটা সেই কাজ করবে। স্যার যখন বলল ছেলেটা একাই প্রেজেন্ট করবে তখন আনিকার বিরক্ত লাগল একজনের কথা ৩০ মিনিট শোনা লাগবে ভাবতেই বিষিয়ে উঠল মনটা। প্রেজেন্টেশন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল খারাপ লাগছে না ।

১৯

বিকেল ৪ টা, প্রেজেন্টেশন শেষ, লিফট দিয়ে সবাই নিচে নামল, নেমে একজন আরেকজনে উইশ করছে । আজই ওদের সেমিস্টারের শেষ ক্লাস। হয়তো ইউনিভার্সিটি থাকা কালীন আর কোনো দিন একজনের সাথে আরেক জনের দেখা হবে না। গত চার মাসে এক জন আরেক জনের সাথে ওরা পরিচিত হয়েছে। একজন আরেক জনের ফ্রেন্ড হয়েছে। এই সময় টা খুবই আবেগ ঘন আনিকাও সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল। শমী বলল আরিফ কে দেখছি না আরিফ কই রে? আনিকা বলল আছে হয়তো!

সবাই সবার সাথে বিদায় নিল। শমীর কাজ আছে বলে চলে গেল। কাজ আছে নাকি অন্য কিছু ঠিক বুঝা গেল না , অনিক ও চলে গেল। ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝলাম না মনে মনে ভাবছে আনিকা, আরিফ ছেলেটাই আবার কই গেল। ও তো আরো আজব না বলেই চলে গেল?

এসব ভেবে আনিকা ভাবল চলেই যাই কাল দেখা করা যাবে পুরু ছুটি পড়ে আছে দেখা তো হবেই। সবাই আজ ব্যস্ত।
সন্ধ্যা নামছিল ঢাকা শহর এ। অনেক দিন পড় বেরিয়েছে আনিকা এই কদিন হাসপাতাল বাসায় বন্দি অবস্থায় কেটেছে একটা কিছুক্ষণ বাইরে থাকতে পারলে ভালই হত কত ছেলে মেয়ে আড্ডা দিচ্ছে কিন্তু ওর চলে যেতে হবে ভেবে মনটাই খারাপ হয়ে গেল । মনের ভিতর একটা অজানা দুঃখ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। Watchtower! নামটা ভুলেও মনে আনতে চায় না আনিকা। কিন্তু চাইলেই কি ভুলে যাওয়া যায়? কিন্তু আনিকা সকটা কাটিয়ে উঠেছে । ও আর আশা করে না watchtower এর সাথে কখনো যোগাযোগ হবে। আসলে ও নিজেই আর করতে চায় না। নিজের উপর একটু খুশি লাগল আনিকার। একটা টাফ হলেও ভাল ডিসিশন নিয়েছে মনে মনে ভাবল আনিকা । কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটা ফাকা অনুভূতি হয় মাঝে মাঝে। অনুভূতিটা বোঝানো সম্ভব না ওর পক্ষে। ব্যাপারটা এম না যে এখনো ভালবাসে ও watchtower কে, ব্যাপার টা মোটেও তা না, তবু কোথায় যেন একটা অপুর্নতা। ভাবতে ভাবতে গাড়িটা কই রাখল ড্রাইভার সেটাই খুঁজছিল আনিকা। হঠাৎ খেয়াল করল আরিফ বসে আছে এক কোনায় ভার্সিটির রিসার্চ বিল্ডিং এর সিঁড়িতে । আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। আনিকা মনে মনে ভাবল পাগল ছেলেটা সমস্যা কি ওর? পাশে যেয়ে বসল আনিকা বসে আরিফ কে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল কিরে ভাবুক! আরিফ থতমত খেয়ে আনিকার দিকে তাকাল! বলল ও তুই? যাস নি এখনো? আনিকা চোখ কপালে তুল্ল কেন রে আর কাউকে

expect করছিলি নাকি? আরিফ কিছুটা embarrass ফিল করল বল্লা না বসে ছিলাম তো । আমি ভেবেছি তোরা সবাই চলে গেছিস!

আনিকা: কি ভাবছিলি? তুই না বলে চলে আসলি শেষ দিন এমন করে কেউ? আর ক্লাস পড়ে কিনা আমাদের তার ই নাই ঠিক! পারলে আগামী বার এক সাথে ক্লাস নিস বুঝলি?
আরিফ: হু
কিনিছুক্ষন নীরবতা পালন করল যেন ওরা দু জন।
আনিকা: আচ্ছা তোর কি হইসে বলা যাবে? হু বলে কোনো কথা নাই, তুই তো বোধয় আর যোগাযোগ ও রাখবি না। আজ যেভাবে চলে আসলি... শোন ...
কি যেন একটা কথা বলতে যাবে আনিকা একটা ম্যাসেজ আসল ওর মোবাইলে। বলল একটা দাড়া । বলে মোবাইল টা বের করল আনিকা । মোবাইলে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ই যেন আছে ও। অনেক্ষন সময় নিয়ে আরিফের দিকে তাকাল আনিকা , মোবাইল টা দেখাল আরিফ কে আনিকা।
আরিফ বলল পড়ে দেখ, শেষ পর্যন্ত তোকে তো ম্যাসেজ পাঠাল ছেলেটা।

Watchtower ম্যাসেজ পাঠিয়েছে আনিকা কে। আরো কিছুক্ষণ বিশ্বয় এর সাথে আনিকা মাবাইল টা দেখল। আরিফ কে বলল আমি কি করব এখন জানিস? আরিফ বলল ম্যাসেজ টা পড়বি। আনিকা বলল তা পড়ব। কিন্তু এবার একটা রিপ্লাই ও দিব। এবার কিন্তু unknown sender লিখা আসে নি sender এর নাম লিখা watchtower. তার মানে watchtower চায় আমি ওকে রিপ্লাই দেই। আরিফ বলল হয়তো। আনিকা বলল কি রিপ্লাই দিব জানতে চাস না?
আরিফ: নাহ! তোদের ব্যাপার আমি জেনে কি করব।
আনিকা একটু হাসল, ম্যাসেজ টা ওপেন করেল আনিকা যা লিখা ছিল তা মোটা মোটি এমন

Hi friend!
Welcome back my friend!
I am always around my friend... you don't have to search for me... can't u see I am always around,. I just want you to know I have explanation for what I have done... can u trust me?
Actually u don't have to u... just remember life goes on... there are dimensions in life... if life there is ups and down... happiness sadness... that's life dear friend.... You can't control these can u? I want u happy my friend... don't rush... love those who love u, care for those who care for you... look around you... you don't need to search for the one you never met, love is a strange thing, dear... I agree that... but what about the person around you? What about the person next to you? You know you don't have to search for him, one day you just look in to his eyes and you know you love him and other way around.... this is love dear... no need to rush... hope you will find you're the ONE... may be the person you meant with is already found you what about u? Did you found him?

Good luck my friend...
I will be watching you... that's my job after all .... Isn't it?
WATCHTOWER

ম্যাসেজ টা পড়তে পড়তে আনিকার চোখে পানি এসে পড়ল, আস্তে আসতে আরিফের দিকে মুখ তুলে তাকাল আনিকা... আরিফের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল শুধু আনিকার চোখ ই যে টল মল করছে তা না আরেক জোড়া চোখ এ অশ্রু । আনিকা ভাঙ্গা গলায় আরিফ কে ডাকল, আরিফ?
আরিফ কান্না ভরা চোখটা আড়াল করে উঠে যেতে চাইল, আনিকা আরিফ এর হাতটা ধরে ফেল্ল। আরিফ কে আনিকা বলল তাকা আরিফ.... তাকা আমার দিকে।
আরিফ তাকাল আনিকার দিকে, আনিকার পরিষ্কার দেখতে পেল আরিফ কাঁদছে, আনিকা শুধু আরিফের দুটো চোখে ওর কান্না দেখতে পায় নি, সেই সাথে দেখতে পেল ছেলেটা সত্যি ওকে কত ভালবাসে।
Watchtower এর কথা গুলো মনে পড়ে গেল আনিকার। সত্যিই watchtower ঠিকই বলেছে you don't have to rush.. one day you just look in to his eyes and you know you love him... সত্যিই ছেলেটা আনিকাকে ভালবাসে, আর আনিকা? ঐযে বল্লাম না one day you just look in to his eyes and you know you love him... আনিকা একটু হাসল, হাসিটা অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল, আনিকার হাসির সাথে ছিল অশ্রু, কাঁদছিল আরিফ ও দুজনের অশ্রুই ছিল আনন্দের অবশেষে আরিফ বোঝাতে পেরেছে ও ভালবাসে আনিকাকে, আর আনিকা? আনিকা বুঝতে পেরেছে সত্যকার ভালবাসা। আনিকা আরিফ কে বলল এত ভালবাসিস আর এটা বোঝাতে এত দেরি হলো? ঐ সন্ধ্যায় শুধু ঐ দু জোড়া চোখ শুধু কাঁদছিল না কাঁদছিল আরেক জোড়া চোখ,

দুর থেকে watchtower ওদের দেখছিল। ওর চোখ থেকে এক বিন্দু জল ল্যাপটপের কিবোর্ডে যেয়ে পড়ল, ওর অশ্রুটিও কি আনন্দের অশ্রু ছিল? সেটা জানার কোনো উপায় নেই, কিছু কিছু মানুষের ভেতরে যাওয়া যায় না watchtower হচ্ছে এমনই একজন, আর যখন watchtower চায় না ওর অশ্রু আনন্দের না হৃদয় ভাঙ্গা তা কেউ বুঝুক তখন ওর অশ্রুর কাড়ন বোঝা লেখকের পক্ষেও সম্ভব না, লেখকরা অনেক শক্তিশালী হলেও এখানে লেখক অসহায় । ঐ দায়িত্বটা না হয় পাঠকদেরই থাকল।

দ্রুত চোখটা মুছে নিল watchtower ল্যাপটপ টা অফ করে হাটা শুরু করল ও। আরিফ আর আনিকার সামনে দিয়ে হেটে চলে আসল। দুজনকে দারুণ মানিয়েছে । ওদের এক পলক দেখে ওদের সামন দিয়েই চলে আসল watchtower. ওকে কি যেন এক নেশায় টানছে। অনেক দুরে সমুদ্রের গর্জন যেন ওর কানে ভেসে আসল। নীলে যেতে হবে দুর্বার আকর্ষণ করছে ওকে নীল। ও সাগরের ঢেউ এ চেপে নীল জল দিগন্ত ছুঁয়ে আসতে চায়। নোনা বালির তীর ধরে বহু দুর বহু দুর হাটতে চায়....

দেখতে দেখতে মহাখালী বাস স্ট্যান্ড এ চলে আসল watchtower এখান থেকে কি কক্সবাজার এর বাস পাওয়া যাবে? মনে মনে ভাবল ও। নাহ থাক ট্রেন জার্নিটাই মজার। ট্রেনেই যাই একটা সি এন জি নিল ও। গন্তব্য কমলাপুর রেলস্টেশন, ওর অনেক প্রিয় !

২০

রাত তিন টা watchtower ট্রেনে বসে আছে , বসে আছে বল্লে ভুল হবে ঝিমচ্ছে । আপ্রাণ চেষ্টা করছে জেগে থাকার। এমন সময় একটা ম্যাসেজ আসল ওর মোবাইলে। ব্যাপার টা odd সাধারণত ওর মোবাইলে কল বা ম্যাসেজ আসে না তেমন। ম্যাসেজ টা ওপেন করে দেখল আরিফ একটা মেইল পাঠিয়েছে । মেইল টার সারমর্ম অনেক টা এমন

Dear watchtower

আমি জানি না তোমাকে কি ভাবে ধন্যবাদ দিব, যদিও তুমি আমাকে তোমার পরিচয় দাও নি, এক বার ও বলনি তুমি কে কিন্তু unknown sender দিয়ে তুমি কি আর নিজেকে গোপন করতে পারবে? সেদিন সন্ধ্যায় তুমি যদি আমাকে ম্যাসেজ টা না পাঠাতে আনিকাকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। তার পর সেদিন যে গাড়ীতে তুমিই ছিলে তখন আমি বুঝিনি! আসলে তখন অনেক চিন্তিত ছিলাম নাহলে এই সহজ জিনিস টা ধরতে এত বেগ পেতে হত না। তুমি আমাকে বলেছিলে যে তুমি একটা ড্রাইভার সহ গাড়ী পাঠিয়েছ আমি যাতে দ্রুত গাড়ীতে করে ধানমন্ডি লেক এ যাই । কোথায় আছে আনিকা তা ও বলে দিয়েছিলে। তোমার হেল্প ছাড়া সেদিন আনিকাকে গাড়ীতে তোলাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সত্যিই watchtower তুমি সেদিন মেয়েটার জীবন বাচিয়েছিলে। তুমি শুধু ওর জীবন ই বাচাও নি । সেদিন রাতের কল, আজ সন্ধ্যায় তোমার সেই ম্যাসেজ যার ফরলে আনিকে বুঝতে পেরেছে আমি ওকে কতটা ভালবাসি, সব কিছুর জন্যেই আমি কৃতজ্ঞ watchtower. আমার এখনো হাসি পাচ্ছে একটা কথা মনে করে তুমি আমাকে সেদিন বলেছিলে দুটো শর্ত মানতে হবে । এক আমি কখনো ধন্যবাদ দিতে পারব না। দুই আমি আনিকাকে কিছুই বলতে পারব না এই সব ব্যাপারে। আমি জানি না তুমি কি দিয়ে তৈরী। সত্যি আমি বন্ধুত্বের সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছি ভাই। এই বন্ধুত্বের সংজ্ঞা কি দিতে পারবে google? তুমি জান? আমি তোমাকে মেইল টা করার আগে google এ define:friendship সার্চ দিয়েছিলাম ! কিন্তু একটা ডেফিনেশন ও আমার পছন্দ হয় নি। তুমি ফ্রেন্ডশিপ এর যে উদাহরণ দিলে সেটা গুগলে পেলাম না! Friendship means no demand, no complain, no expectation এটা এত দিন বিশ্বাস করতাম না। আজ থেকে করি। মনে প্রাণে করি। তুমি শুধু এগুলো নিজে প্রমাণ করে দেখাও নি আমাকে বিশ্বাস ও করিয়েছ। বন্ধুত্ব মানে নিঃস্বার্থ ভাবে দিয়ে যাওয়া। বিনিময়ে কিছুই আশা না করা। কিন্তু আমি তোমার মত এত নিঃস্বার্থ মানুষ না watchtower! আমি আনিকাকে সব বলে দিয়েছি। ও শুধু কেঁদেছে, আনিকা কে আমি সত্যি ভালবাসি তাই চাইনি কোনো মিথ্যা দিয়ে এর সূচনা হোক। তুমি হয়তো অনেক ভাল বন্ধু watchtower কিন্তু ভালবাসা সম্পর্কে কিছুই জানোনা তুমি । চিন্তা করো না আমি তোমাকে সেই রাতে দেখিনি। অনেক চিন্তিত ছিলাম তো একটা ড্রাইভার এর দিকে খেয়াল করার অবস্থা ছিল না। তুমি তো সেটা জানতেই না? তবে আমি এতেই খুশি

যে তোমার সাথে কিছুক্ষণ হলেও ছিলাম। কয়জনের এমন সৌভাগ্য হয় বল? ! আমাকে আর আনিকাকে দারুণ মানাবে না বলো? তোমার কথা রাখতে পারলাম না। আশা করি ক্ষমা করে দিবে। দিয়েছো? এই না হলে বন্ধু? আমি কথা রাখতে পারলাম না বলে সরি বলি নি ক্ষমা করে দিয়েছ বলে থ্যাংকস ও দেই নি। আমি ঠিক করছিনা ?

তোমার বন্ধু
আরিফ

ম্যাসেজ টা পড়ে একটু হাসল watchtower, আরিফ ছেলেটা সত্যি ভাল। ও যে শুধু আনিকা কে ভালবাসে তা না। ছেলেটা সৎ ওর মধ্যে একটা বিবেক আছে। সমস্যা হতে পারে জেনে ও আনিকাকে ও সব বলে দিয়েছে। তার পুরষ্কার ও আরিফ পেয়েছে এখন আনিকা, আরিফ কে আরো বেশি ভালবাসবে । honest থাকা অনেক কঠিন, আর কাউকে ভালবাসলে honest থাকাতেই হয়। অনেকটা নির্ভার লাগল watchtower এর। এমন ফিলিং ওর জীবনে খুব কম আসে। নিজের কাছেই ভাল লাগছে এখন। মানুষের আনন্দ দেখার চেয়ে ভাল কিছু কি আছে? মানুষকে সুখি করাতে পারার চেয়ে ভাল কিছু কি কিছু করা যায়?

মেইল টার উত্তর অন্যসময় হলে দিত না watchtower. কিন্তু আজ দিল একটা কথাই লিখল মেইল এর রিপ্লাই এ।

You never have to.
Watchtower.

২১

সকাল ১০:৫১, অসম্ভব শীত পড়েছে কক্সবাজার এ, রিকশা থেকে সমুদ্রের একটু অংশ দেখা গেল, আবার বাড়ি ঘড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল সমুদ্র। যেন ওর সাথে লুকোচুরি খেলছে সমুদ্র। কিছুক্ষণ পর বিশাল সমুদ্রের সামনে নিজের আগমন বার্তা পৌঁছে দিল watchtower, জুতো জুড়ো খুলে সমুদ্রের পাড় ধরে হাটা শুরু করল, সত্যি সেদিন ও সমুদ্রের ঢেউ এ চেপে নীল জল দিগন্ত ছুঁয়ে এসেছিল,
নোনা বালি তীর ধরে বহু দুর বহু দুর হেঁটেছিল...
আর যখন কানের মাঝে বাজছিল আমি যাইনি জলে , কখনো ভাষিণী নীলে, কখনো রাখিনি চোখ ডানা মেলা গাংচিলে... তখন ও ভাবছিল সবই তো হলো কিন্তু ডানা মেলা গাংচিল কোথায়?
আর কতদূর হাঁটলে ডানা মেলা গাংচিল এর দেখা পাওয়া যাবে?

এসব যখন ভাবছিল watchtower তখন ও খেয়াল ই করে নি সেই ছোট্ট ছেলেটা ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে? ছেলেটা বলল তুমি কি খোঁজো?

সত্যি সারপ্রাইজ দেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে ছেলেটা ভাবল watchtower. ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল কেমন আছ? বাবা মা কোথায়? বলল ঐ যে, দুরে দুইটা বিন্দু দেখতে পেল watchtower, মনে মনে ভাবল ছেলেটার সাহস আছে, ছেলেটা বলল কি হল বলছ না কেন? কি দেখছ? Watchtower বলল আমি ডানা মেলা গাংচিল খুঁজছি...

ছেলেটা বলল ডানা মেলা গাংচিল? সেটা আবার কি? Watchtower বলল আমিও জানি না রে সেই জন্যেই তো দেখতে এলাম এত দুর। ছেলেটা বলল তুমি গুগল করলেই তো পারতে এত দুরে আসতে হয়? হাসল watchtower.

আমি জানি তোমার নাম কি বলল ছোট্ট ছেলেটা

Watchtower: জান? কি আমার নাম?

শান্ত: তোমার নাম ও শান্ত।

Watchtower: কি ভাবে বুঝলে?

শান্ত: you can say it's a simple ... hunch...

ছেলেটার দিকে বিশ্বয় এ তাকিয়ে থাকল watchtower... নাকি বলব শান্তর দিকে বিশ্বয় এ তাকিয়ে থাকল শান্ত? ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বলল তোমাকে একটা সিক্রেট কথা বলব তুমি কাউকে বলবে না তো? ছোট্ট ছেলেটা কি বুঝল কে জানে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল ঠিক আছে....

প্রমিস?

প্রমিস...

_____সমাপ্ত_____